অদ্য ৩০ মে ২০০৮, এনটিভির নিয়মিত আয়োজন "আজকের সকাল" এ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের জনাব মোস্তফা কামাল আকন্দ তার বাজেট পুর্ব আলোচনায় মতামত ব্যক্ত করেন

বৈদেশিক ঋণমুখী বাজেট না হয়ে রাজস্ব নির্ভর বাজেট চাই।

উন্নয়ন কর্মী এবং দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা চাবো বাজেটে রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হয় তা যেন শতভাগ আদায় হয় এবং আগামীতে আমাদের বাজেট যেন বৈদেশিক ঋন মুখী না হয়ে সেটা শতভাগ রাজস্ব নির্ভর হয়। সরকার এবারে প্রায় ৯৯ হাজার ৫শত কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছে যাতে প্রায় ৫৪.৭ শতাংশ রাজস্ব আদায় হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হয়েছে। এটা অসম্ভব কিছু নয়, সরকারের রাজস্ব আদায় বিভাগ যদি আন্তরিক হয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে নিয়মিত ফলোআপ ও মনিটরিং করা হয় তাহলে প্রদর্শিত আদায় লক্ষ্যমাত্রা ছড়িয়ে যেতেও পারে। দেশের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে একজন দিন মজুর পর্যন্ত সকলে পরোক্ষ ভাবে নিয়মিত ভাবে রাজস্ব প্রদান করছে কিন্ত যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব প্রদান করার কথা বিশেষ করে ব্যবসায়ীগন এবং সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিবর্গ যদি বৎসরান্তে তাদের নিজেদের হিসাব নিকাশ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব প্রদান করে তাহলে আমাদের রাজস্ব আদায়ের টাকার মাধ্যমে দেশের শতভাগ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালীত করা সম্ভব।
আমরা দেখেছি প্রতি বছর বাজেটে রাজস্ব আদায়ের যে টার্গেট দেখানো হয় তা আদায় করা কোন বছরই সম্ভব হয়না। এর একটাই প্রধান কারণ আমাদের দেশের রাজস্ব আদায়কারী সরকারী প্রতিষ্ঠান(এনবিআর) এর আন্তরিকতার অভাব এবং জবাবদিহীতার অভাব। সরকার ও এ বিষয়ে খুব বেশী আন্তরীক থাকে না যে কারণে আমাদেরকে বিদেশী সাহায্য নির্ভর হয়ে জাতীয় বাজেট প্রনয়ন করতে হয়। প্রতিবছরই দেখা যায় কালো টাকা সাদা করার মাধ্যমে বেশীর ভাগ প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব প্রদান কারী তাদের প্রকৃত রাজস্ব ফাকী দিয়ে থাকে। সরকারকে এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে পাশাপাশি সকল প্রকার রাজস্ব প্রদানকারীদেরকে একটা নিয়মের আওতায় এনে যথাসময়ে প্রদর্শিত রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।

রাজস্ব আদায়কে একটা রাষ্ট্রীয় উৎসব হিবেবে নিয়ে সকল পর্যায়ের মানুষের মধ্যে একটা আগ্রহ সৃষ্টি করাতে হবে। আমরা আরো দেখি বড় বড় ব্যবসায়ীগন রাজস্ব ফাকী দেওয়ার কৌশল জানান জন্য বিভিন্ন উকিল ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দারস্থ হয়। এ মানষিকতা পরিহার করতে হবে।নাগরিক দায়িত্ব হিসেবে যেন সবাই রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এবং স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে সে জন্য রাষ্ট্রকে আরো কঠোর ভুমিকা রাখতে হবে।

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদগন এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি যথার্থ আন্তরিকতা এবং জবাবদীহিতার অভাব বলে তারা বিভন্ন অজুহাতে সব সময় রাষ্ট্রের কোষাগারে তাদের প্রকৃত রাজস্ব জমা প্রদান করেনা। তাই আজকে বেশীরভাগ উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী এখন কারাগারে। আমাদের রাজনীতি ও রাজনীতিবিদকের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিকতা আরো বাড়াতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে হলে কোন মতেই কালো টাকা সাদা করার সুযোগ প্রদান করা যাবেনা। আমরা টাকায় রং দেখতে চাইনা। যারা রাষ্ট্রের কর ফকি দিয়ে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছে এবং রাষ্ট্রের বড় বড় পদে আসীন রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং অবৈধভাবে অর্জিত সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে দেশের জনগনের মাঝে তা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তবেই দেশে সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।
দেশে এখন ট্রুথ কমিশন গঠন করা হয়েছে আবার স্বাধীন দুনীতি দমন কমিশনও গঠন করা হয়েছে। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাতে হবে। অন্যথায় দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন বিলম্বিত হবে।

সব সময় দেখা যায় বাজেট ঘোষনার আগে দ্রব্যমুল্য বিশেষ করে চাল, ডাল, তেল, তরিতরকারী প্রর্ভৃতির দাম বেড়ে যায়। একশ্রেনীর ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে এটা হয়ে থাকে। সকরারকে এখনই এর জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত যাতে সমাজের স্বল্প আয়ের মানুষের জীবন যাত্রায় কোন ব্যাহত না হয়। বাধ্য হয়ে তাদের পেশা পরিবর্তন করে নানা অসমাজিক কাজে লিপ্ত হতে না হয়। এবারের বাজেটে যে ৪৬% টাকা ঘাড়তি দেখানো হয়েছে এরকম যেন আগামী বাজেটে দেখাতে না হয় তার জন্য এখনই সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমরা যেন শতভাগ বাজেট আমাদের নিজস্ব সম্পদের আলোকে করতে পরি এবং ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে আনতে পারি সেজন্য সরকারকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করকে হবে। যারা আমাদের রাজস্ব আদায় করে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব পোষন করতে হবে যাতে রাজস্ব প্রদানকারী নির্ভয়ে ও স্ব-উদ্যেগে তার প্রকৃত রাজস্ব সরকারের কোষাগারে জমা প্রদান করতে পারে। রাজস্ব প্রদান কারীর যে কোন সাহায্য সহযোগীতার জন্য এনবিআর অফিসে Help desk চালু করারও ব্যবস্থা করতে হবে।

ডকুমেন্টেশনঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী।

Equity & Justice Working Group (EJWG)
mwPevjq: ewo 9/4, moK 2. k`vgjx, XvKv-1207|
†dvb : 8125181, 8154673, d¨vK : 9129395,
B‡gBj : info@equitybd.org,
I‡qe mvBU : www.equitybd.org